সংবাদ

জগন্নাথ বিশ্ববিদ্যালয়ে পদে পদে সঙ্কট

আতাউর রহমান

নানা সঙ্কট আর সমস্যায় জর্জরিত জগন্নাথ বিশ্ববিদ্যালয়। পূর্ণাঙ্গ বিশ্ববিদ্যালয় ঘোষণার প্রায় দেড় বছর পার হলেও এ সঙ্কটগুলো কাটিয়ে উঠতে পারছে না বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ। ফলে বড় ধরনের আশা নিয়ে এখানে ভর্তি হওয়া শিক্ষার্থীরা পদে পদে পড়ছে নানা সমস্যায়।

সমস্যা সমাধানে কর্তৃপক্ষের কোন গতি না দেখে মাঝে মধ্যেই ফুঁসে উঠছে শিক্ষার্থীরা। পূর্ণাঙ্গ বিশ্ববিদ্যালয়ের সুবিধা আর যৌক্তিক দাবি আদায়ে শিক্ষার্থীরা সময় সময় ঘেরাও; ক্লাস বর্জন, অবরোধ, অনশন ও ভাঙচুরের মতো কঠোর আন্দোলনও করছে। সর্বশেষ গত সোমবারও শিক্ষার্থীরা দেশে চলমান জরুরি অবস্থার মধ্যেও বাধা হয়েছে মিছিল, সমাবেশ ও ঘেরাও করতে। এতে পুলিশের গণপিটুনিতে আহত হয়েছে অর্ধশতাধিক, গ্রেফতার হয়েছে ৭ শিক্ষার্থী আর মামলা হয়েছে ৫০০ শিক্ষার্থীর বিরুদ্ধে। সমস্যা সমাধানের ব্যাপারে বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ বারবারই নতুন বিশ্ববিদ্যালয়ের অজুহাত দেখিয়ে আসছে। কর্তৃপক্ষ বলছে, নতুন বিশ্ববিদ্যালয় হিসেবে সমস্যা তো থাকবেই।

দীর্ঘ সময় পার হলেও বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ এখন পর্যন্ত শিক্ষক সঙ্কট দূর করতে পারেনি। রয়ে গেছে, ক্লাসরুম সঙ্কটও। বিশ্ববিদ্যালয় মঞ্জুরি কমিশনের সিদ্ধান্ত অনুযায়ী প্রতি ২০ শিক্ষার্থীর জন্য ১ জন শিক্ষক থাকার কথা। কিন্তু জগন্নাথ বিশ্ববিদ্যালয়ে প্রায় ৪১ হাজার শিক্ষার্থীর জন্য রয়েছে মাত্র ৩০০ শিক্ষক। অথচ কর্তৃপক্ষ গত দেড় বছরে ১ জন শিক্ষকও নিয়োগ দিতে পারেনি। অন্যদিকে একাডেমিক ভবনের জন্য বহুতল ভবনের নির্মাণ কাজ গত মাসে শুরু হলেও শিক্ষার্থীরা রয়েছে চরম ক্লাস রুম সঙ্কটে। ক্লাস রুমের অভাবে অনেক বিভাগেই সেমিনার কক্ষে ক্লাস নিতে হচ্ছে শিক্ষকদের।

শিক্ষার্থীদের দীর্ঘদিনের দাবি পরিবহন সঙ্কট দূর করার। ৪১ হাজার শিক্ষার্থীর জন্য রয়েছে মাত্র ৪টি মিনিবাস। এর মধ্যে আবার ২টি অকেজো। কিন্তু কর্তৃপক্ষ শিক্ষার্থীদের কাছ থেকে পরিবহন ফি'র নামে বছর বছর টাকা আদায় করছে। ১৯৯৮ সালে যেখানে পরিবহন ফি ছিল ছাত্রপ্রতি মাত্র ২০ টাকা সেখানে ৫ বছরে তা বেড়ে দাঁড়িয়েছে ১৫০ টাকায়। আর ২০০৬ এবং চলতি শিক্ষাবর্ষে তা আরও বেড়ে হয়েছে ৪০০ টাকা। অথচ কর্তৃপক্ষ কিনতে পারেনি একটি পরিবহনও। খোঁজ নিয়ে জানা গেছে, ২০০৬ সালের আগে পরিবহন খাতের কোটি কোটি টাকার স্বচ্ছ হিসাবও নেই বর্তমান কর্তৃপক্ষের কাছে। সর্বশেষ জানা গেছে, নতুন করে ২টি বাস কেনার পরিকল্পনা নেয়া হয়েছে শিক্ষার্থীদের জন্য। কিন্তু কখন কেনা হবে জানে না কেউ। তবে পরিবহন কমিটির চেয়ারম্যান প্রফেসর আবুল হাসেম 'সংবাদ'কে জানান, আমরা নতুন পরিবহন কেনার ব্যাপারে অনেক আগেই রিপোর্ট দিয়েছি কর্তৃপক্ষের কাছে। এ বিষয়ে কয়েকটি মিটিংও হয়েছে। তিনি আশা প্রকাশ করে বলেন, খুব শিগগিরই শিক্ষার্থীদের পরিবহন সমস্যা দূর হয়ে যাবে।

জগন্নাথ বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষার্থীদের আবাসন সমস্যা হচ্ছে সবচেয়ে বড় সমস্যা। বিশ্ববিদ্যালয়ের ১২টি আবাসিক ছাত্রাবাস থাকলেও তা দখল করে আছে প্রভাবশালী মহল। জানা গেছে, বিশ্ববিদ্যালয়ের ১২টি ছাত্রাবাসের মধ্যে মাত্র ১টি রয়েছে কর্তৃপক্ষের দখলে। কর্তৃপক্ষের দখলে থাকা ১নং ঈশ্বর দাস লেন, বাংলাবাজারের বাণীভবন হলটিতে কয়েকজন ছাত্র আর কর্মচারী বসবাস করছে। তবে এর একটি অংশ ছাত্রদলের নেতাকর্মীরা বসবাস করে বলে জানা যায়। আর বাকি অংশ একটি কোম্পানি দখল করেছে। অন্যদিকে পুরনো ঢাকার টিপু সুলতান রোডে অবস্থিত 'সাইদুর রহমান হল' এবং 'রউফ মজুমদার হল'টি স্থানীয় ভূমি জালিয়াতি চক্র দখল করে আছে। কুমারটুলীর বর্ধিত এরশাদ হল, বংশাল মালিটোলার বজলুর রহমান হল, তাঁতিবাজারের শাহাবুদ্দিন হল ও গোপিমোহন বসাক লেনে নজরুল ইসলাম হল দখল করে আছে প্রভাবশালী মহল। এ ছাত্রাবাসগুলো ধ্বংস করে কোন কোন জায়গায় গড়ে উঠেছে বহুতল মার্কেট। আর মালিটোলার শহীদ আনোয়ার' শফিক হলটিতে গড়ে তোলা হয়েছে কয়েকটি গোডাউন। আরমানিটোলার বটতলায় 'আবদুর রহমান হল'টিতে বসবাস করছে পুলিশের ১৭টি পরিবার। অথচ শিক্ষার্থীরা চরম আবাসিক সঙ্কটে থাকলেও বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ এগুলো উদ্ধারে তৎপর নয়।

ফাইল ছবি : বিভিন্ন দাবিতে জগন্নাথ বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষার্থীদের প্রায়ই আন্দোলনে নামতে হচ্ছে -সংবাদ

এছাড়া এত বছরেও ক্যাম্পাসের ভেতর একটি মানসম্মত ক্যান্টিন গড়ে তুলতে পারেনি কর্তৃপক্ষ। 'অবকাশ' ক্যান্টিন নামে একটি ভবন থাকলেও এটিকে দখল করে নিয়েছে ছাত্রদলের এক নেতা। অভিযোগ রয়েছে, সে সেখানে পরিবেশন করছে মানহীন খাবার।

বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষার্থীরা বিশ্ববিদ্যালয়ের নামে উচ্চ হারে বেতন ও অন্যান্য ফি পরিশোধ করলেও এখন পর্যন্ত বিশ্ববিদ্যালয়ের পরিচয়পত্র পায়নি তারা। ফলে নানা সমস্যায় পড়তে হচ্ছে শিক্ষার্থীদের। তবে বিশ্ববিদ্যালয়ের ভিসি প্রফেসর ড. সিরাজুল ইসলাম খান বলেছেন, দু'এক মাসের মধ্যেই সব বর্ষের শিক্ষার্থীদের একযোগে পরিচয়পত্র দেয়া হবে।

বিশ্ববিদ্যালয় পড়ুয়া শিক্ষার্থীদের লাইব্রেরি অত্যন্ত জরুরি হলেও প্রায় তিন মাস ধরে বন্ধ রয়েছে জগন্নাথ বিশ্ববিদ্যালয়ের লাইব্রেরি। লাইব্রেরি ভবন ভেঙে সেখানে নির্মাণ করা হচ্ছে একাডেমিক ভবন। কিন্তু তিন মাসেও অন্য কোন ভবনে লাইব্রেরির কার্যক্রম শুরু হয়নি। ফলে শিক্ষার্থীরা রয়েছে চরম হতাশায়।

এ পাহাড়সম সমস্যার মধ্যেও গত সেশনে জগন্নাথ বিশ্ববিদ্যালয়ে ভর্তি করা হয়েছে ৩ হাজার ২০০ শিক্ষার্থী। নতুন শিক্ষা বর্ষেও ভর্তি করা হবে সমপরিমাণ শিক্ষার্থী। আর তৎকালীন কলেজের প্রায় ৩৫ হাজার শিক্ষার্থী বিশ্ববিদ্যালয় গেজেট অনুযায়ী পূর্ণাঙ্গ বিশ্ববিদ্যালয়ে অন্তর্ভুক্ত হয়েছে। সব মিলিয়ে প্রায় অর্ধ লাখ শিক্ষার্থীর মৌলিক সমস্যা নিরসনে হিমশিম খাচ্ছে বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ। এজন্য বিশ্ববিদ্যালয় ভিসি প্রফেসর ড. সিরাজুল ইসলাম খানকে সব সময় থাকতে হয় ব্যস্ত। কারণ বিশ্ববিদ্যালয় পর্যায়ের দক্ষ জনবল ও প্রশাসন না থাকায় সব কিছুই দেখতে হয় তাকে। বিশ্ববিদ্যালয়ের ভিসির সার্বিক কর্মতৎপরতায় তৎকালীন কলেজের শিক্ষার্থীদের আনা হয়েছে বিশ্ববিদ্যালয়ের আওতায়। তাদের রেজিস্ট্রেশন করা হয়েছে বিশ্ববিদ্যালয়ের অধীনে। কিন্তু শিক্ষার্থীদের কাছ থেকে রেজিস্ট্রেশন আর উন্নয়ন ফি'র নামে অতিরিক্ত ফি আদায়ের অভিযোগ রয়েছে কর্তৃপক্ষের বিরুদ্ধে।

সব মিলিয়ে শিক্ষার্থীদের বেতনসহ যাবতীয় শিক্ষা খরচ বাড়লেও শিক্ষার মান বাড়েনি- এ অভিযোগ শিক্ষার্থীদের। শিক্ষার্থীরা জানায়, তারা পাবলিক বিশ্ববিদ্যালয়ে পড়লেও খরচ হয় প্রাইভেট বিশ্ববিদ্যালয়ের চেয়ে বেশি। কিন্তু সে তুলনায় কোন সুযোগ-সুবিধাই নেই তাদের। তবে বিশ্ববিদ্যালয়ের ভিসি প্রফেসর ড. সিরাজুল ইসলাম খান বলেছেন, 'নতুন বিশ্ববিদ্যালয়, আমাদের অনেক কিছুই সীমিত। ধীরে ধীরে শিক্ষার্থীদের এ সমস্যা থাকবে না।'

তারিখ 29 JAN 2007
পৃষ্ঠা ... কলাম ...